পথ চলার দীর্ঘ ৩২ বছর
উত্তরবঙ্গের স্বনামধন্য
আবাসিক-অনাবাসিক
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

বিদ্যালয় কোড- ৯১২৫
EIIN NO- 120051

ইব্রাহীম মেমোরিয়াল শিক্ষা নিকেতন
Ibrahim Memorial Shiksha Niketan

Web: www.ibm.edu.bd
E-mail: ibrahimmemorial1989@gmail.com
বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি
আলহাজ্ব এ্যাড. মোঃ হামিদুল ইসলাম
মোবাইলঃ ০১৭১১০০০০০১

প্রতিষ্ঠা বছরে শিক্ষার্থী ১৩৭ জন
২০২০ সালে শিক্ষার্থী ১৮০৫ জন

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করম্নন
প্রধান শিক্ষক
আলহাজ্ব মোঃ মোসলেম উদ্দিন
বি.এ, বি-এড
মোবাইলঃ ০১৭০৮৩৪৮০৯১, ০১৩০৯১২০০৫১
ফোনঃ ০৫৩২৩৭২৩২৯

পথ চলার দীর্ঘ ৩২ বছর

উত্তরবঙ্গের স্বনামধন্য
আবাসিক-অনাবাসিক
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

বিদ্যালয় কোড-৯১২৫
EIIN-120051

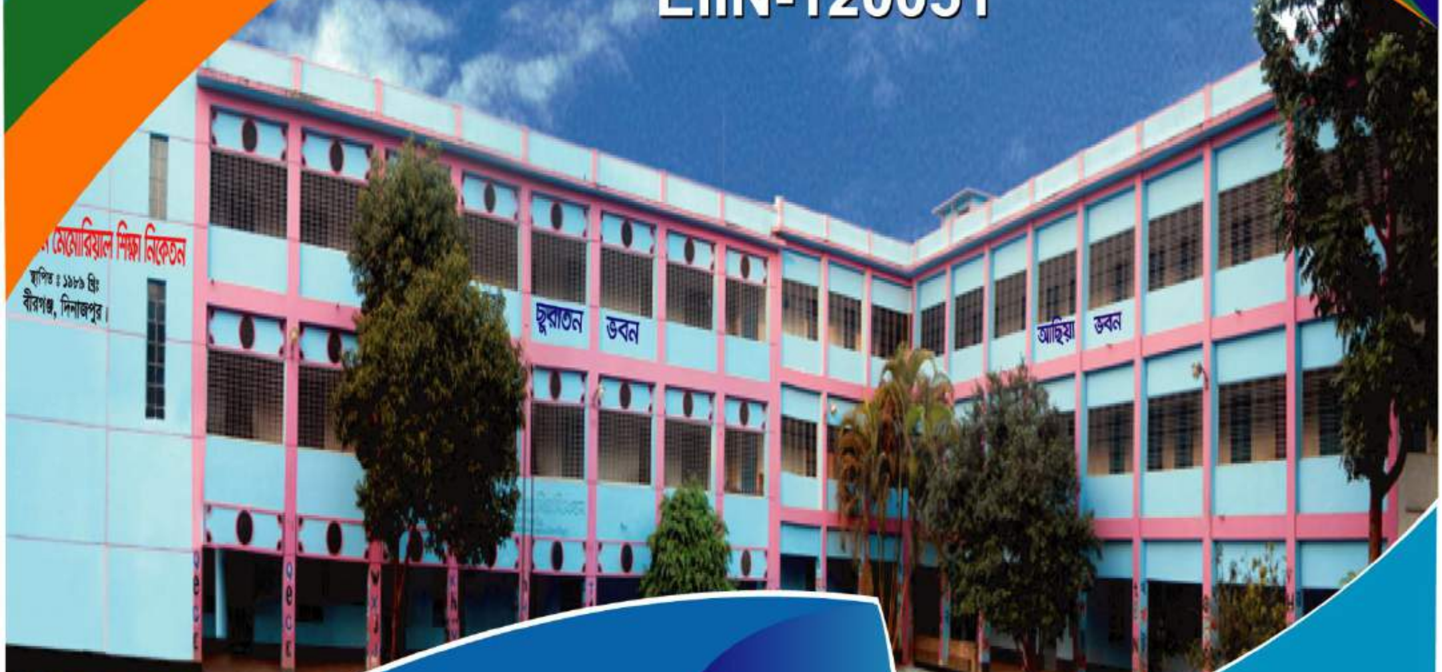

ইব্রাহীম মেমোরিয়াল শিক্ষা নিকেতন
IBRAHIM MEMORIAL SHIKSHA NIKETAN

Web: www.ibm.edu.bd, E-mail:ibrahimmemorial1989@gmail.com

বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

স্থাপিত ঃ ১৯৮৯ খ্রিঃ

প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি

আলহাজ্ব এ্যাড. মোঃ হামিদুল ইসলাম
মোবাইল ঃ ০১৭ ১১ ০০ ০০ ০১

প্রসপেক্টাস-২০২০

প্রতিষ্ঠা বছরে শিক্ষার্থী ১৩৭ জন
২০২০ সালে শিক্ষার্থী ১৮০৫ জন

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন
প্রধান শিক্ষক
আলহাজ্ব মোঃ মোসলেম উদ্দিন
বি,এ; বি-এড

মোবাঃ ০১৭ ০৮ ৩৪ ৮০ ৯১, ফোন: ০৫৩২৩ ৭২৩২৯

<u>প্রাত্যহিক সমাবেশের একাংশ</u>

প্রাত্যহিক সমাবেশের একাংশ

প্রতিষ্ঠাতার কথা

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। আর সে শিক্ষার মূল ভিত্তি প্রাথমিক শিক্ষা। কিন্তু সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষাদানের ব্যাপারে কেবল পাঠ্য পুস্তকেই সীমাবদ্ধ। এছাড়া সুদক্ষ শিক্ষকের অভাবসহ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত রয়েছে। ফলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ায় হতাশাগ্রস্থ অভিভাবকগণের কথা চিন্তা করে এবং শিশুদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন সদর মহকুমা প্রশাসক জনাব আব্দুল জববারসহ স্থানীয় মুরুববী প্রয়াত জনাব আলহাজ্ব হবিবর রহমান, প্রয়াত জনাব খেরাজউদ্দনি শাহ্, প্রয়াত জনাব আব্দুল বাসেদ, প্রয়াত জনাব ফজলুল হক চেয়ারম্যান, জনাব আজিজুল হক, জনাব আসগর আলী শাহ, জনাব, আলহাজ্ব আব্দুল লতিফ মিয়া সহ বিভিন্ন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণের অনুপ্রেরণায় বীরগঞ্জ উপজেলায় (তৎকালীন থানা এলাকায়) একটি কিন্ডার গার্টেন বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতঃ কার্যক্রম শুরু করা হয়।

কিন্তু বিভিন্ন বাধা বিপত্তির কারণে তাৎক্ষণিকভাবে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নি। পরবর্তীতে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় উল্লেখিত গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ বীরগঞ্জ উপজেলা মুন্সেফ জনাব শামসুর রহমান, ম্যাজিস্ট্রেট জনাব, আঃ তঃ মোঃ জাকির হোসেন, থানা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আব্দুর রহমান খান সাহেবের অনুপ্রেরণায় ইব্রাহীম কিন্ডার গার্টেন নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়।

অতঃপর প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা বিকাশে খ্যাতি অর্জন করলে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত ২০০২ খ্রিস্টাব্দে "ইব্রাহীম কিন্ডার গার্টেন" প্লে শ্রেণি হতে নবম শ্রেণি পর্যন্ত কলেবর বৃদ্ধি করে "ইব্রাহীম মেমোরিয়াল

শিক্ষা নিকেতন” নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম শুরু করা হয়। ইব্রাহীম মেমোরিয়াল শিক্ষা নিকেতন এর পরিচালনা পর্ষদ অত্র এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, শিক্ষার্থীদের অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা-কর্মচারীবৃন্দের সহযোগিতা ও পরামর্শক্রমে অত্র প্রতিষ্ঠানটি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এভাবে অত্র প্রতিষ্ঠানটি গত ২০০২ খ্রিস্টাব্দে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে হতে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে ৯ম শ্রেণির রেজিস্ট্রেশন এবং ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ হতে এস.এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে এবং সেই মোতাবেক প্রতিবছর অত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তি এবং এস.এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অত্র উপজেলার মধ্যে সর্বোচ্চ ফলাফল করে আসছে। লেখাপড়ার সার্বিক মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং দূর-দূরান্তের শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে আবাসিক চালু করা হয়েছে।

নিজ ও জাতির কল্যাণে এবং রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য আজ প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তির বিশেষ প্রয়োজন। অভিভাবক/অভিভাবিকা ভাইবোনদের প্রতি আমার অনুরোধ, আপনার সন্তানের লেখাপড়ার প্রতি বিশেষ নজর দিন। তাদের শিক্ষার অবস্থা জানার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রাখুন। প্রয়োজনে আপনার পরামর্শ দিন।

পরিশেষে ইব্রাহীম মেমোরিয়াল শিক্ষা নিকেতনের শিক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং কর্মচারীসহ পরিচালনা পর্ষদ-সকলের জন্য আপনাদের দোয়া ও বিদ্যালয়টির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

আলহাজ্ব এ্যাডভোকেট মোঃ হামিদুল ইসলাম
প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি
ইব্রাহীম মেমোরিয়াল শিক্ষা নিকেতন
বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।
মোবাইলঃ ০১৭১১০০০০০১

প্রধান শিক্ষকের বক্তব্য

জ্ঞানই শক্তি। আর জ্ঞান অর্জনের উৎকৃষ্ট স্থান হল একটি আদর্শ শিক্ষায়তন। "শিশু শিক্ষিত হলে জাতি শিক্ষিত হবে।" মানব জীবনকে সুপরিকল্পিতভাবে গঠনের জন্য প্রয়োজন শৈশব হতে শিশুদের প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া। প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কম হওয়ায় এবং শিক্ষার্থীর আনুপাতিক হারে শিক্ষকের সংখ্যা অত্যন্ত কম থাকার কারণে শিক্ষার কাঙ্খিত মান অর্জন সম্ভব হয়নি। ফলে শত শত শিশুর উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হচ্ছে। এই সমস্যা দূরীকরণে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে অত্র বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়ে হাটি হাটি পা পা করে এগিয়ে চলে আজ অত্র এলাকার শিশু শিক্ষার একটি আদর্শ মাধ্যম হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে চলেছে। আমার বিশ্বাস অত্র প্রতিষ্ঠানটি শিশু শিক্ষার অন্যতম সেরা প্রতিষ্ঠানের সনদ অর্জনে সমর্থ হয়েছে। বিদ্যালয়টিতে ষষ্ঠ শ্রেণি হতে ১০ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের সরকারি বিধি মোতবেক উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও ৫ম ও ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা সরকারি বৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে আসছে এবং গত ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে অত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এস.এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে আসছে।

আপনি আপনার শিশুকে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবার পণ করুন এবং আমাদের উপর সে দায়িত্ব নিশ্চিন্তে অর্পণ করতে পারেন।

আপনাদের সহযোগিতা আমাদের উদ্দেশ্যকে সফল করবে এবং আপনাদের শিশুকে উপযুক্ত মানুষ গড়বার সুযোগ সৃষ্টি করবে। আপনার কুসুম সুলভ শিশুর ভবিষ্যৎ ধ্বংস নয়, পরিস্ফুটনই আমাদের দায়িত্ব। মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে প্রার্থনা আমরা যেন আমাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে সমর্থ হই। প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে আপনাদের আমন্ত্রিক সহযোগিতা কামনা করছি।

আলহাজ্ব মোঃ মোসলেম উদ্দিন
প্রধান শিক্ষক

ইব্রাহীম মেমোলিয়াল শিক্ষা
নিকেতন
বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।
মোবাইলঃ ০১৭০৮৩৪৮০৯১

বিদ্যালয়ের নামকরণ

মরহুম ইব্রাহীম মিয়া, পিতা মৃত খোদা বখ্‌শ, গ্রাম মাকড়াই, ডাকঃ বীরগঞ্জ, উপজেলাঃ বীরগঞ্জ, জেলাঃ দিনাজপুর। তিনি এক ছেলে ও তিন মেয়ে রেখে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি একজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু নানা প্রতিকূল অবস্থায় তিনি তাঁর মনের ইচ্ছা পূরণ করতে পারেন নি। বর্তমানে তাঁরই যোগ্য পুত্র অত্র এলাকার একজন বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি আলহাজ্ব এ্যাডভোকেট মোঃ হামিদুল ইসলাম। তিনি তাঁর মরহুম পিতার মনোঃ ইচ্ছা পুরণ করবার লক্ষ্যে শিশুদের শিক্ষার জন্য ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তির আগ্রহ ও পরামর্শে ‘‘ইব্রাহীম কিন্ডার গার্টেন’’ নামে একটি আদর্শ শিশু শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং ২০০২ খ্রিস্টাব্দ থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠানটির কলেবর বৃদ্ধি করে ‘‘ইব্রাহীম মেমোরিয়াল শিক্ষা নিকেতন’’ নামে প্লে শ্রেণি হতে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

অবস্থান পরিচিতি

ঢাকা-ঠাকুরগাঁও বিশ্বরোড সংলগ্ন দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলার প্রাণকেন্দ্র উপজেলা প্রশাসন অফিসের সম্মুখে নিরিবিলি এক মনোরম পরিবেশে অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক, একাডেমিক ও আবাসিক ভবন অবস্থিত।

বিদ্যালয়ের ভবন পরিচিতি

বিদ্যালয়টিতে ২টি তিন তলা একাডেমিক ভবন যথাক্রমে ছুরাতন ভবন ও আছিয়া ভবন এবং একটি প্রশাসনিক ভবন রয়েছে।

বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদঃ

01	আলহাজ্ব এ্যাডভোকেট মোঃ হামিদুল ইসলাম	সভাপতি
02	আলহাজ্ব ডা. মোঃ আমজাদ আলী	সদস্য
03	এ্যাডভোকেট মুহম্মদ নুরুল ইসলাম	সদস্য
04	মানসী রাণী রায়	সদস্য
05	মোঃ মোতাহার ইসলাম (শিক্ষক প্রতিনিধি)	সদস্য
06	মোঃ সায়েম (শিক্ষক প্রতিনিধি)	সদস্য
07	আলহাজ্ব মোঃ মোসলেম উদ্দিন	প্রধান শিক্ষক ও সদস্য

সচিব

পরামর্শক সদস্যঃ

01	আঞ্জুয়ারা বেগম, সহকারী শিক্ষকা	সদস্য
02	মোঃ আনোয়ার হোসেন, সহকারী শিক্ষক	সদস্য

উপদেষ্টা পরিষদ

১ম পর্যায়

01 আলহাজ্ব মোঃ আমিরুল ইসলাম
02 মোঃ রশিদুল ইসলাম
03 এ.কে.এম. গোলাম মর্তুজা
04 আলহাজ্ব মোছাঃ নঈমা সুলতানা
05 আলহাজ্ব মোঃ আহসানুল ইসলাম (প্রাঃ প্রঃ শিক্ষক)

২য় পর্যায়

01 আলহাজ্ব আব্দুল লতিফ মিয়া
02 আলহাজ্ব আসগর আলী শাহ্
03 আলহাজ্ব আজিজুল হক
04 আব্দুলস্ন্যাহ হেল কাফি
05 কৃষ্ট চন্দ্র সাহা
06 আলহাজ্ব আকবর কবীর মোঃ নিয়ামুল খোদা

৩য় পর্যায়

01 আব্দুল মালেক সরকার (উপজেলা চেয়ারম্যান, প্রাক্তন এমপি)
02 শরীফ উদ্দীন আহম্মেদ (চেয়ারম্যান)
03 মোঃ আব্দুর রহমান (প্রাক্তন চেয়ারম্যান)
04 মোস্তাক আহম্মেদ সিদ্দিকী মানিক
05 রেজাউল করিম শেখ (চেয়ারম্যান)
06 ওয়াহেদুজ্জামান বাদশা (প্রাঃ চেয়ারম্যান)
07 শ্রী দেবেশ চন্দ্র রায় (প্রাক্তন চেয়ারম্যান)
08 বিমল চন্দ্র দাস
09 মনিবাবু (প্রাঃ চেয়ারম্যান)
10 মোঃ আনোয়ারুল হক শাহ্
11 মহেশ চন্দ্র রায় (চেয়ারম্যান)
12 হাসান মোঃ বদরন্নদ্দোজা মুক্তা

13 মোঃ মতলেবর রহমান চৌধুরী (প্রাঃ প্রঃ শিক্ষক)

14 হাবিবুর রহমান (প্রাঃ প্রঃ শিক্ষক)

15 আব্দুল খালেক

16 মইন উদ্দীন আহম্মেদ (প্রাঃ সরঃ কর্মকর্তা)

শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারীগণের তালিকা-২০২০খ্রিঃ
মাধ্যমিক শাখা

ক্রম কি	শিক্ষক-শিক্ষিকার নাম	পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা
০১	মোঃ মোসলেম উদ্দিন	প্রধান শিক্ষক	বি.এ, বি-এড
০২	মোঃ সায়েম	সহকারী প্রধান শিক্ষক	বি.এস.সি (জীব বিজ্ঞান), বি-এড
০৩	মোঃ আসাদুল ইসলাম	সহকারী শিক্ষক	বি.এ, বি-এড
০৪	মোছাঃ পান্না আক্তার	সহকারী শিক্ষক	বি.এ (অনার্স) এম.এ (বাংলা)
০৫	মোঃ ইয়াছিন আলী	সহকারী শিক্ষক ও হোস্টেল সুপার	বি.এস.এস, বি-এড, এম.এম
০৬	মোছাঃ বদরন্নন নাহার	সহকারী শিক্ষকা	বি.এস.এস, কম্পিউটার ডিপেস্নামা
০৭	উম্মে খায়রন্নন নাহার	সহকারী শিক্ষকা	বি.এস.এস
০৮	মোঃ মোতাহার ইসলাম	সহকারী শিক্ষক	বি.এস.এস, বি-এড
০৯	মোছাঃ সাজেদা ইয়াসমিন	সহকারী শিক্ষকা	বি.এ, বি-এড
১০	চন্দনা ভট্টাচার্য্য	সহকারী শিক্ষকা	বি.এ, (কাব্যতীর্থ)
১১	মসিউর রহমান	সহকারী শিক্ষক	বি.এ অনার্স (বি.টি.আই.এস) বি-এড
১২	মোঃ মোসত্মফা কামাল	সহকারী শিক্ষক	বি.এস.সি, বি-এড
১৩	মোঃ ইমরান আলী	সহকারী শিক্ষক	ডিপেস্নামা ইন এগ্রিকালচার
১৪	সৈয়দ আরশাদ মাহমুদ	সহকারী শিক্ষক (ক্রীড়া)	বি.এ
১৫	মোঃ ফারন্নক খাঁন	সহকারী শিক্ষক	বি.এস.সি
১৬	রায়হানা ইয়াসমিন	সহকারী শিক্ষকা	বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইংরেজি)
১৭	আমজাদ হোসেন	সহকারী শিক্ষক	বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইংরেজি)

১৮	রম্নসত্মম আলী	সহকারী শিক্ষক	বি.এ (অনার্স) এম.এ (ইংরজি), বি-এড
১৯	অর্জুন চন্দ্র দেবনাথ	সহকারী শিক্ষক	বি.এস.সি (অনার্স), এম.এস.সি (গণিত)
২০	খাদিজা খাতুন	সহকারী শিক্ষকা	বি.এ (অনার্স) এম.এ (বাংলা)
২১	মোঃ সাজ্জাদ হোসেন	সহকারী শিক্ষক	এম.এ (দর্শন)
২২	মোঃ ইউসুফ আলী	সহকারী শিক্ষক	বি.এস.সি (অনার্স), এম.এস.সি (পদার্থ বিজ্ঞান)
২৩	মোঃ জুলফিকার আলী	সহকারী শিক্ষক	বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইংরেজি)
২৪	মোঃ রম্নবেল ইসলাম	সহকারী শিক্ষক	বি.এস.সি অনার্স, এম.এস.সি (পদার্থ বিজ্ঞান)
২৫	মোঃ আহসান হাবীব	সহকারী শিক্ষক	অনার্স (আল-কুরআন)
২৬	মোঃ মহসিন ইসলাম (মনি)	নৃত্য শিক্ষক	এইচ.এস.সি (বিটিভি'র তালিকাভুক্ত নৃত্য শিল্পী)
২৭	কাসমিন আরা	সহকারী শিক্ষকা	বি.এস.সি (গণিত)
২৮	শিবু রায়	সহকারী শিক্ষক	বি.এ (অনার্স) ইংরেজি
২৯	মোঃ মতিউর রহমান	সহকারী শিক্ষক	বি.এ (অনার্স) এম.এ (বাংলা)
৩০	মোঃ কাওছার আহমেদ	সহকারী শিক্ষক	বি.এ (অনার্স) এম.এ (বাংলা)
৩১	মোঃ মাহবুবুর রহমান	সহকারী শিক্ষক	বি.এস.সি, এম.এস.সি (গণিত)
৩২	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	সহকারী শিক্ষক	বি.এস.সি, এম.এস.সি (উদ্ভিদ বিজ্ঞান)
৩৩	সুকুমার রায়	সহকারী শিক্ষক (হাতের লেখা ও সংগীত)	বি.এফ.এ
৩৪	মোঃ নজরম্নল ইসলাম	সহকারী শিক্ষক	বি.এস.সি, এম.এস.সি (উদ্ভিদ বিজ্ঞান)
৩৫	মোঃ শরিফুল ইসলাম	সহকারী শিক্ষক	বি.এস.সি, এম.এস.সি (উদ্ভিদ

			বিজ্ঞান)

শিক্ষক-শিক্ষকা ও কর্মচারীগণের তালিকা-২০২০খ্রিঃ
প্রাথমিক শাখা

ক্রমকি	শিক্ষক-শিক্ষিকার নাম	পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা
০১	গোপাল চন্দ্র সরকার	সহকারী শিক্ষক	বি.এ
০২	মোছাঃ আঞ্জুয়ারা বেগম	সহকারী শিক্ষিকা	বি.এ
০৩	মোঃ মুজাম আলী	সহকারী শিক্ষক	বি.এ
০৪	মোঃ আনোয়ার হোসেন	সহকারী শিক্ষক	বি.এ
০৫	মোছাঃ রওশন আরা বেগম	সহকারী শিক্ষকা	বি.এ
০৬	সাজু আহমেদ	সহকারী শিক্ষক	বি.এ
০৭	মোছাঃ রাশেদা খাতুন	সহকারী শিক্ষকা	বি.এ
০৮	হাসনা হেনা বেগম	সহকারী শিক্ষকা	বি.এ
০৯	রিনা সুলতানা	সহকারী শিক্ষকা	বি.এ
১০	মোছাঃ নাজিরা বেগম	সহকারী শিক্ষকা	বি.এ
১১	শাহেরা বানু	সহকারী শিক্ষকা	বি.এ, বি-এড
১২	মোছাঃ শাহনাজ পারভীন	সহকারী শিক্ষকা	বি.এস.এস
১৩	মোছাঃ তাহমিদা আখতার	সহকারী শিক্ষকা	বি.এ, বি-এড
১৪	মমতা মহফিল আরা	সহকারী শিক্ষকা	বি.এস.এস (অনার্স) এম.এস.এস (সমাজ বিজ্ঞান)
১৫	মোছাঃ জিন্নাতুন ফেরদৌস	সহকারী শিক্ষকা	বি.এস.এস
১৬	মোঃ রবিউল ইসলাম	সহকারী শিক্ষক	বি.এস.সি (গণিত)
১৭	কালীদাস ঘোষ	সহকারী শিক্ষক	বি.এ
১৮	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সহকারী শিক্ষক	বি.এ
১৯	মোছাঃ পারভীন আকতারা বানু	সহকারী শিক্ষকা	বি.এ
২০	মোসাঃ মহসীনা আকতার	সহকারী শিক্ষকা	এম.এ (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)
২১	আফসানা শারমিন	সহকারী শিক্ষকা	বি.এ (অনার্স) এম.এ (ইসলামের ইতিহাস)
২২	মোঃ আল এমরান	সহকারী শিক্ষক	বি.এস.সি (গণিত)
২৩	মোঃ মোসত্মাফিজুর রহমান রাজু	সহকারী শিক্ষক	ফাজিল (বি.এ) কামিল (হাদিস)

২৪	উজ্জ্বল রায়	সহকারী শিক্ষক	বি.এস.সি (অনার্স) গণিত
২৫	সাধন চন্দ্র রায়	সহকারী শিক্ষক	এম.এ (ইংরেজি)

অফিস স্ট্যাফগণের নাম

ক্রমকি	শিক্ষক-শিক্ষিকার নাম	পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা
০১	মোঃ ইকবাল হোসেন	অফিস সহকারী	বি.বি.এস
০২	মোঃ রিপন ইসলাম	কম্পিউটার অপারেটর	বি.এস.এস (অনার্স) সমাজবিজ্ঞান
০৩	মোঃ বেলাল হোসেন	অফিস সহকারী (ক্যাশ)	বি.এস.এস
০৪	মোঃ খাদেমুল ইসলাম	এম.এল.এস.এস	এস.এস.সি
০৫	মোছাঃ তাহেরা বেগম	এম. এল.এস ও (কেয়ার টেকার ছাত্রী)	৫ম শ্রেণি
০৬	মোছাঃ ফুলফুলি	এম.এল.এস.এস	৫ম শ্রেণি
০৭	বিশু বাস্কে	এম.এল.এস.এস	এস.এস.সি
০৮	মোছাঃ শাহানাজ পারভীন	এম.এল.এস.এস	৮ম শ্রেণি
০৯	মোঃ আলিম উদ্দীন	এম.এল.এস.এস	এস.এস.সি
১০	মোঃ আব্দুল করিম	নৈশ্য প্রহরী	এস.এস.সি
১১	ঠকো মূরমু	নৈশ্য প্রহরী	৫ম শ্রেণি
১২	মোঃ নজরুল ইসলাম	নৈশ্য প্রহরী	৫ম শ্রেণি
১৩	ভারত	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	৫ম শ্রেণি

আবাসিক স্ট্যাফগণের নাম

ক্রমকি	শিক্ষক-শিক্ষিকার নাম	পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা
০১	মোঃ মোস্তফা কামাল	ক্রীড়া শিক্ষক	এম.এস.এস, বি.পি.এড
০২	মোঃ মোজাফফর	শিক্ষক	বি.এস.এস (অনার্স) এম.এস.এস (অর্থনীতি)
০৩	মোঃ জসিম উদ্দীন	কেয়ার টেকার (ছাত্র)	বি.এস.এস
০৪	মোছাঃ কামরুন নাহার	কেয়ার টেকার (ছাত্রী)	এস.এস.সি
০৫	সেরাতুন নেছা	বাবুর্চি	৫ম শ্রেণি
০৬	লাইলী আক্তার	বাবুর্চি	৫ম শ্রেণি
০৭	মোছাঃ সাবিনা বেগম	বাবুর্চি	৫ম শ্রেণি

০৮	মোঃ আমিনুল ইসলাম	বাবুর্চি	৫ম শ্রেণি
০৯	পারভীন আক্তার	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	৫ম শ্রেণি
১০	শিউ কুমার	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	৫ম শ্রেণি

লক্ষ

কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের মনে সৃজনশীলতা ও বিষয়গত ধারণার বিস্তৃতির লক্ষে আধুনিক শিক্ষা উপকরণ এবং আন্তর্জাতিক মানের প্রযুক্তির সহায়তায় পাঠদানের মাধ্যমে সুশিক্ষিত, ভাল মানুষ ও দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

উদ্দেশ্য

* একটি সুনির্দিষ্ট একাডেমিক পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বছর ব্যাপী মানসম্পন্ন লেখাপড়া, খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক চর্চায় নিয়োজিত রেখে পরীক্ষার উপযুক্ত করে গড়ে তোলা এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সন্তোষজনক ফলাফল নিশ্চিত করা।
* বিভিন্ন সহ শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটানো।
* বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান দানের পাশাপাশি মানবীয় গুণে ও নৈতিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ করে তোলা।
* প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একজন সৃষ্টিশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা।

<u>প্রতিষ্ঠানের অর্জন</u>

১। ২০১৯, ২০১৮ এবং ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে পরপর তিনবার প্রতিষ্ঠানটি সরকারিভাবে উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ / ২০১৬ ও ২০১৯ এ অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলহাজ্ব মোঃ মোসলেম উদ্দিন উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষক মোঃ সায়েম উপজেলা পর্যায়ে "শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক" নির্বাচিত হন। এছাড়াও বিভিন্ন ইভেন্টে উপজেলা পর্যায়ে সর্বাধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে।

৩। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে অত্র বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থী মেশকাত সিদ্দিকী শিহাব এবং ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থী মাধুরি রায় জেনি এবং ২০১৭

খ্রিস্টাব্দে ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থী সমর্পিতা চক্রবর্তী লগ্ন উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী হিসাবে সরকারিভাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

৪। সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা-২০১৯ এ বিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্র অনিক রায় শোভন স্মার্ট এগ্রিকালচার ফার্ম মডেল উপস্থাপন করে দিনাজপুর জেলা পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করে বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

৫। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে অত্র বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সম্মানীত সভাপতি আলহাজ্ব এ্যাডভোকেট মোঃ হামিদুল ইসলাম শ্রেষ্ঠ স্কুল ও শ্রেষ্ঠ চেয়ারম্যান হিসাবে ডঃ মুহাম্মদ শহীদুলম্নাহ স্মৃতি ফাউন্ডেশন কর্তৃক ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ শাইনিং পার্সোনালিটি এ্যাওয়ার্ড-২০১৮ অর্জন।

৬। বিজ্ঞান মেলা ২০১৯ ও ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে অত্র প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় স্থান অর্জন।

৭। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় সংগীত প্রতিযোগিতায় অত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী কর্তৃক গঠিত সংগীত দল উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ।

৮। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে জারী গান প্রতিযোগিতায় অত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী কর্তৃক গঠিত সংগীত দল জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ।

৯। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে হতে আবাসিক চালু করণ।

১০। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে SEQAEP কর্তৃক ১ লক্ষ টাকার উদ্দীপনা পুরস্কার লাভ।

১১। প্রতি বছর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে অত্র বিদ্যালয়ের সর্বাধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর বিভিন্ন ইভেন্টে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন কর ক্রেস্ট লাভ।

১২। জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ, সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা, ২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস, ১৬-ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস, বিজয় ফুল তৈরি প্রতিযোগিতা সহ

উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ও পুরস্কার অর্জন।

১৩। পাবলিক পরীক্ষায় প্রতি বৎসর শতভাগ পাস নিশ্চিতকরণ।

১৪। PEC, JSC ও SSC পরীক্ষায় উপজেলা পর্যায়ে তুলনামূলক অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর বৃত্তি অর্জন।

১৫। নিজস্ব অর্থে তিনতলা বিশিষ্ট ২টি একাডেমিক ভবন ও ১টি প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ।

১৬। শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক সু-সম্পর্ক স্থাপন।

১৭। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে কিন্ডার গার্টেন হিসেবে স্থাপিত হয়ে ২০০২ খ্রিস্টাব্দে মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত করণ।

১৮। দেশ বিদেশের বিভিন্ন সরকারি বে-সরকারী খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানে অত্র বিদ্যালয়ের অধ্যায়ন করা অনেক শিক্ষার্থীর কর্মরত আছে।

১৯। এছাড়াও বিগত দিনে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অত্র প্রতিষ্ঠানটির ব্যাপক সাফল্য রয়েছে।

অ্যালবাম

মরহুম ইব্রাহীম মিয়ার স্ত্রী আছিয়া খাতুনের সাথে পরিচালনা কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদের কিছু সদস্য

উপজেলা পর্যায়ে নৃত্যে প্রথম পুরস্কার প্রদান করেন মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য

বছরের প্রথম দিনে শিক্ষার্থীদের হাতে বই প্রদান

ডিসপ্লে দল

শিক্ষা সফরে মধ্যাহ্ন ভোজন

ফুটবল প্রতিযোগিতায় উপজেলা পর্যায়ে রানার্স আপ

কার্যক্রম

প্লে শ্রেণি থেকে এস.এস.সি পর্যন্ত একাডেমিক কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে একজন শিক্ষার্থীর স্কুল জীবনের সমাপ্তি ঘটে। ৫ম থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের আবাসিকে ভর্তি নেওয়া হয়।

শ্রেণি পরিসর

প্লে থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ৩৬টি শাখা আছে। আসন সংখ্যা প্রাথমিক শাখায় ৪০ জন এবং মাধ্যমিক শাখায় ৫০ জন। কোনো শাখাতেই আসন সংখ্যার অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি নেওয়া হয় না।

প্রাথমিক শাখায় মোট শিক্ষার্থী ৭৪২ জন।
মাধ্যমিক শাখায় মোট শিক্ষার্থী ১০৬৩ জন
বিদ্যালয়ের সর্বমোট শিক্ষার্থী ১৮০৫ জন

শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র

১৯৮৯ সাল **শিক্ষার্থী**	:	১৩৭ জন
১৯৯৪ সাল **শিক্ষার্থী**	:	৪৫৮ জন
১৯৯৯ সাল **শিক্ষার্থী**	:	৬০৭ জন
২০০৪ সাল **শিক্ষার্থী**	:	৮৫২ জন
২০০৯ সাল **শিক্ষার্থী**	:	১১২০ জন
২০১৪ সাল **শিক্ষার্থী**	:	১২৯৫ জন
২০১৭ সাল **শিক্ষার্থী**	:	১৪০৭ জন

২০১৮ সাল **শিক্ষার্থী**	:	১৬১৩ জন
২০১৯ সাল **শিক্ষার্থী**	:	১৬৮৫ জন
২০২০ সাল **শিক্ষার্থী**	:	১৮০৩ জন

ভর্তি ব্যবস্থাঃ

প্রতি বছর প্লে, কেজি ও ষষ্ঠ শ্রেণিতে পূর্ণ আসনে এবং বাকী শ্রেণিতে সীমিত আসনে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হয়। ভর্তিচ্ছুদের ১৫ নভেম্বর থেকে ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু হয়। ২০০/- (দুইশত) টাকা জমা দিয়ে ভর্তি ফরম সংগ্রহ করতে হয়।

ভর্তি পরীক্ষা

ভর্তিচ্ছুদের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ডাকা হয় এবং নিমণলিখিত চারটি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়।

বাংলা-	:	৩০
ইংরেজি-	:	৩০
গণিত-	:	৩০
সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্ত্বা-	:	১০

বাংলা, ইংরেজি ও গণিত প্রশ্ন করা হয় প্রার্থী যে শ্রেণিতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক তার পূর্ববর্তী শ্রেণির পাঠ্য পুস্তক থেকে। সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্ত্বা প্রশ্নগুলো দেয়া হয় একজন শিক্ষার্থীর বয়স ও বুদ্ধিমর্তা ভিত্তিক।

ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রঃ

ক) ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র।

খ) তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি।

গ) পূর্বতন বিদ্যালয়ের বদলি সনদ / প্রশংসাপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

ঘ) জন্ম নিবন্ধন সনদের ফটোকপি (ইউপি/পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত)

ঙ) আবাসিক শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে পিতা-মাতা এবং অতিরিক্ত একজন স্থানীয় অভিভাবকের জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি।

শিক্ষা ব্যবস্থা ও মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ

* নিয়মিত ক্লাস ও ক্লাস টেস্ট।
* প্রজেক্টরের মাধ্যমে ক্লাস পরিচালনার ব্যবস্থা।
* মাসিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ব্যবস্থা।
* মাসিক পরীক্ষার ফলাফলসহ পরীক্ষার খাতা অভিভাবকের নিকট প্রদর্শনের ব্যবস্থা।

* কম্পিউটার শিক্ষা ও ধর্ম চর্চা বাধ্যতামূলক।
* শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন কাজকর্মে ইংরেজিতে কথোপকথনের জন্য Practical Class এর পাশাপাশি Audio-Visual প্রোগ্রাম দ্বারা Spoken English.
* যদি কোন শিক্ষার্থী ভালো ফলাফল করতে ব্যর্থ হয় সেক্ষেত্রে অভিভাবকের সাথে পরামর্শ ক্রমে বিশেষ পাঠদানের ব্যবস্থা / গাইড ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা।
* শিক্ষার্থীদের বাড়তি যত্নের জন্য অতিরিক্ত ক্লাস হিসেবে Day Care ও Night Care এর ব্যবস্থা।

পরীক্ষা ব্যবস্থা

প্রাথমিক শাখায় প্রত্যেক বৎসর ৪ মাসের ব্যবধানে একটি করে সাময়িক পরীক্ষা নেওয়া হয়। মাধ্যমিক শাখায় সরকারি নীতিমালার আলোকে বছরে দুইটি পরীক্ষা (অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক) নেওয়া হয়। পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। প্রতিটি পরীক্ষার নম্বরপত্র সহ সকল পরীক্ষার খাতা অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের দেখানো হয়।

অভিভাবক দিবস

অভিভাবক দিবসের তারিখ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নির্বারণ করেন। শিক্ষার্থীদের লেখাপড়াসহ বিদ্যালয়ের সার্বিক অগ্রগতির লক্ষ্যে সুবিধাজনক সময়ে অভিভাবকগণের সহিত আলোচনার জন্য পত্রের মাধ্যমে প্রয়োজন মোবাইল/টেলিফোনের মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

আবাসিক সুবিধাদী:

- নিরিবিলি ও মনোরম পরিবেশ।
- আলাদা কোন প্রাইভেট পড়তে হয় না।
- স্কুল ব্যবস্থাপনায় অতিরিক্ত ক্লাস।
- ২৪ ঘন্টা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকা।
- প্রতি মাসে স্বাস্থ্য পরীক্ষা।
- স্বাস্থ্য সম্মত খাবার পরিবেশন।
- খেলাধূলা ও বিনোদনের সু-ব্যবস্থা।

সাবেক আবাসিক ছাত্র জ্যোতির্ময় এর বক্তব্যঃ

“বিদ্যালয়ের সাথে সম্পর্ক প্রত্যেক বিদ্যার্থীর সুদীর্ঘ দশ বছর বা তারও বেশি। তবুও যেন মনে হচ্ছে সময়টা ক্ষণিকের ছিল। সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে পাঠদান সকল বিদ্যালয়ে দেয়া হয় না। যেটা দেশের এক প্রত্যন্ত গ্রামের ছাত্র হিসেবে আমি পেয়েছি এই ইব্রাহীম মেমোরিয়াল শিক্ষা নিকেতনে। বিদ্যালয় কর্তৃক

পরিচালিত আবাসিকে থেকে এর মর্ম বেশ বুঝতে পেরেছি। সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও এর শিক্ষাদান পদ্ধতি অন্যান্য বিদ্যালয়ের চেয়ে আলাদা হওয়ায় এটি ব্যক্তি জীবনে সূদুর প্রসারী প্রভাব ফেলে। এখানে একজন ছাত্রকে শুধু পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্যই প্রস্তুত করা হয় না, যে কোন কঠিন বিষয় সহজভাবে বুঝতে ও উপলব্ধি করতে শিক্ষকবৃন্দের যত্ন ও আন্তরিকতায় কোন কার্পন্য নেই। আর প্রত্যেহ সমাবেশের ফলে শৃংখলা নিয়মানুবর্তিতার যে ছক তা নিজের অজান্তেই প্রস্ফূটিত হয়। পাঠদানে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সর্বোহ উপস্থাপন, শিক্ষার্থীদের পড়াশোনর আগ্রহ বাড়ায় যার দৃষ্টান্ত এই বিদ্যালয়ে প্রতিফলিত। এখানে বিভিন্ন কো-কারিকুলার কার্যক্রমের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীকে সৃজনশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্র হতে পেরে আমি সত্যিই গর্বিত’’।

জ্যোতির্ময় রায়
বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র (২০১৯)
নটরডেম কলেজ, ১ম বর্ষ

আবাসিক ব্যবস্থা:

লেখাপড়ার সার্বিক মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং দূর-দূরান্তের শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে আবাসিক ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীরা তাদের পিতা-মাতাকে ছেড়ে থাকে বলে তাদের প্রতি অত্যন্ত যত্ন এবং শারীরিক ও মানসিক বিকাশকে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের আচার-আচরণ, অভ্যাস, ভাল লাগা, মন্দ লাগা ইত্যাদি বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। এখানে একটি নিয়মতান্ত্রিক পরিবেশের মধ্যে থাকার ফলে লেখাপড়াসহ সার্বিক বিষয়ে তাদের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়।

প্রাত্যহিক কার্যক্রম:

ভোর ০৫.০০-০৫.৩০ মি. : শয্যা ত্যাগ + নামাজ + প্রাতঃ ভ্রমন
ভোর ০৫.৩০-০৭.৩০ মি. : প্রাতঃকালীন পাঠ চর্চা
সকাল ০৭.৩০-০৮.০০ মি. : সকালের নাস্তা
সকাল ০৮.৩০-১০.০০ মি. : সকালের পাঠ চর্চা
সকাল ১০.০০-১০.৪০ মি. : গোসল + টিফিন
সকাল ১০.৪০-০১.২০ মি. : বিদ্যালয়ে ক্লাস
দুপুর ০১.২০-০২.১০ মি. : নামাজ + দুপুরের খাবার
বেলা ০২.১০-০৪.০০ মি. : বিদ্যালয়ের ক্লাস
বিকাল ০৪.০০-০৪.৩০ মি. : বিশ্রাম + নামাজ
বিকাল ০৪.৩০-০৫.৩০ মি. : বিশেষ ক্লাস
বিকাল ০৫.৩০-০৭.০০ মি. : খেলাধূলা + বিকালের নাস্তা + নামাজ
সন্ধ্যা ০৭.০০-০৯.৩০ মি. : সান্ধ্যকালীন পাঠ চর্চা + নামাজ
রাত ০৯.৩০-১০.০০ মি. : রাতের খাবার
রাত ১০.০০-১০.৩০ মি. : নৈশকালীন পাঠ চর্চা
রাত ১০.৩০-০৫.০০ মি : ঘুম

খাবার তালিকা:

বার	সকাল	দুপুর	বিকাল	রাত
শুক্রবার	পরটা+ডাল	খাসির	সেমাই-	ডিম+সবজি/ডাল

শনিবার	ভর্তা-ভাত+ডাল	মাংস+সবজি/ডাল ব্রয়লার+সবজি/ডাল	মুড়ি+দুধ চিড়ার বিরানী+দুধ	মাছ+সবজি/ডাল
রবিবার	রম্নটি+সবজি	মুরগি+সবজি/ডাল	পুরি+ডাল+দুধ	ডিম+সবজি/ডাল
সোমবার	খিচুরী+ডিম	মাছ+সবজি/ডাল	বুট-মুড়ি+দুধ	ডিম+সবজি/ডাল
মঙ্গলবার	ভর্তা-ভাত+ডাল	ব্রয়লার+সবজি/ডাল	পায়েস-মুড়ি+দুধ	মাছ+সবজি/ডাল
বুধবার	ভাজি-ভাত+ডাল	মাছ+সবজি/ডাল	নুডলস+দুধ	ডিম+সবজি/ডাল
বৃহস্পতিবার	খিচুরী+ডিম	মুরগি+সবজি/ডাল	বুট-মুড়ি+দুধ	মাছ+সবজি/ডাল

প্রতি মাসের শেষ দিন বিশেষ খাবার পরিবেশন করা হয়।

বিধি নিষেধ:

* কোন শিক্ষার্থী নিজের কাছে টাকা, মোবাইল ফোন, ভিডিও গেমস, ক্যাসেট প্লেয়ার, সোনার চেইন ও আংটি, ফলকাটা, নখকাটা চাকু রাখতে পারবে না।
* অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া শিক্ষার্থীর সাথে কোন বন্ধু-বান্ধব এমনকি ঘনিষ্ঠ জনকেও সাক্ষাৎ করতে দেয়া হয় না।
* স্কুলের নিয়ম লঙ্ঘন করে শিক্ষার্থীকে ছুটিতে নেয়া যাবে না। কেবলমাত্র অসুস্থতা, দূর্ঘনার, বিবাহের অনুষ্ঠানে, অভিভাবকের আবেদনের প্রেক্ষিতে আবেদন মঞ্জুর সাপেক্ষে ছুটি নেয়া যাবে।
* মুসলিম শিক্ষার্থীদের নামাজ বাধ্যতামূলক। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের থাকবে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও তাদের স্ব স্ব ধর্ম পালন করেতে হবে।
* কোন আবাসিক শিক্ষার্থীকে পরবর্তিতে অনাবাসিক করার অনুরোধ করা যাবে না।

অ্যালবাম

নিয়মিত শিক্ষা সফরে আবাসিক ছাত্রীদের সাথে মরহুম ইব্রাহীম মিয়ার স্ত্রী আছিয়া খাতুন

সাপ্তাহিক রান্না শেখার আসরে আবাসিক ছাত্রীবৃন্দ

নিয়মিত শিক্ষা সফরে প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা দিচ্ছে শিক্ষার্থীদের একজন

নিয়মিত শিক্ষা সফরে আবাসিক ছাত্রবৃন্দ

নির্মাণাধীন ৫ তলা ভবনের পাশে আবাসিক ছাত্রীবৃন্দ

আবাসিক ছাত্রদের মাঠে ক্রীড়া চর্চা

শিক্ষা সফর (আবাসিক) ২০২০খ্রিঃ

চা বাগান ও জিরো পয়েন্ট, পঞ্চগড়

মেধাবী শিক্ষার্থী সমর্পিতা'র অনুভূতিঃ

আমি সমর্পিতা চক্রবর্তী লগ্ন। ইব্রাহীম মেমোরিয়াল শিক্ষা নিকেতনের একজন এস.এস.সি. পরীক্ষার্থী। আমার শিক্ষাজীবনের দীর্ঘ ১২ বছর আমি এই বিদ্যালয়ে কাটিয়েছি। এই বিদ্যালয় আমাকে শিখিয়েছে একজন ভালো মানুষ হতে। আমার জীবনে বিদ্যালয়ের সব শিক্ষকের অবদান অনেক। তাদের নিরলশ পরিশ্রমে তারা আমার জীবনকে সুন্দর ভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। আন্তিক উৎকর্ষ সাধন ও আলোকিত মানুষ হওয়ার প্রেরণা জুগিয়েছেন। শ্রেণিকক্ষ পাশাপাশি অন্যান্য যে কোনো ক্ষেত্রে তারা আমাদের অভিভাবকের মতই সুহৃদয়। তাদের কর্মনিষ্ঠ সাহচর্য ও দিক নির্দেশনা আমার জীবনে মধুর স্মৃতিবহ প্রেরণা হয়ে থাকবে। আমার জীবনের লক্ষ্যে একজন প্রকৌশলী হয়ে দেশের সেবা করা। এই স্বপ্নের বীজ আমার বিদ্যালয় আমার মাছে বুনে দিয়েছেন। একজন পরিপূর্ণ মানুষ হতে গেলে কেবল লেখাপড়া নয় এর পাশাপাশি অন্যান্য গুণাবলীও প্রয়োজন। আমার বিদ্যালয়ে এজন্য নিয়মিত সহশিক্ষা মূলক কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়। বির্তক, আবৃতি, রচনা প্রতিযোগিতা ইত্যাদি আয়োজন করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পাশাপাশি জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। আমাদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাস হয়। একটি আদর্শ বিদ্যালয়ের সব গুণাবলী আমাদের বিদ্যালয়ে বিদ্যমান। যে কারণে এটি উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে একাধিকবার স্বীকৃতি পেয়েছে। একজন শিক্ষার্থী হিসেবে আমি আশা করি যে আমাদের বিদ্যালয়টি একদিন জেলা পর্যায়, বিভাগীয় পর্যায়েও শ্রেষ্ঠ হতে পারবে। এই বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে আমার মনে হয়েছে-যেন এটি সুনাগরিক তৈরির কারখানা। সর্বপরি এটাই কামনা করি এই বিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটুক এবং অপ্রতিরোধ্য গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে যাক।

সমর্পিতা চক্রবর্তী লগ্ন
এসএসসি পরীক্ষার্থী ২০২০

নিরাপত্তা ব্যবস্থা

প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ রূপে Close Circuit (CC) Camera দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আবাসিক ভবন, বিদ্যালয় মাঠ, বিদ্যালয়ের সম্মুখ ভাগ, রাস্তা, শ্রেণিকক্ষ, সিড়ি, বারান্দাসহ বিদ্যালয়ে মোট ৫৬টি Close Circuit (CC) Camera রয়েছে। দুটি নিয়ন্ত্রন কক্ষ থেকে ক্যামেরা গুলো নিয়ন্ত্রন করা হয়। আশা করা যায় Close Circuit (CC) Camera থাকার ফলে বিদ্যালয়ের সার্বিক পরিবেশ আরো উন্নত হবে এবং অনাকাঙ্খিত ঘটনা থেকে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকলে নিরাপদ থাকবে।

বিশেষ প্রণোদনা:

চতুর্থ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় এবং পরীক্ষায় শ্রেণিভিত্তিক মেধাতালিকায় ১ থেকে ২০ তম স্থান প্রাপ্তদের বিদ্যালয় বেতন সমপরিমাণ অর্থ ইব্রাহীম মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন কর্তৃক মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়।

শ্রেণি পাঠদান পর্যবেক্ষণ:

শিক্ষার্থীদের পাঠদান যথাযথভাবে হচ্ছে কি-না তা নিয়মিত পর্যবেক্ষর্ণ করা হয় এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয়। বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্যদের সভাপতি, সদস্যবৃন্দ, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, প্রধান শিক্ষক, সিনিয়র শিক্ষকগণ নিয়মিত শ্রেণি পাঠদান পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

ভর্তি ফি ও মাসিক বেতন বিবরণী:

অনাবাসিক

শ্রেণি	ভর্তি ফি	সেশন ফি	ডায়েরি	সিলেবাস ও আইডি	বেতন কার্ড	উন্নয়ন ফি	মাসিক বেতন	বিবিধ
প্লে-৫ম (পুরাতন)	-	১০৭০	৫০	৫০	২০	৩০০	৫০০	২১০
প্লে-৫ম (নতুন)	১০০	১০৭০	৫০	৫০	২০	৩০০	৫০০	২১০
৬ষ্ঠ-১০ম (পুরাতন)	-	১০৭০	৫০	৫০	২০	৪০০	৬০০	৩১০
৬ষ্ঠ-১০ম (নতুন)	১০০	১০৭০	৫০	৫০	২০	৫০০	৬০০	৩১০

* আবাসিক + এডুকেয়ার * অনাবাসিক ডে-কেয়ার

শ্রেণি	আবাসিক+এডুকেয়ার	অনাবাসিক ডে-কেয়ার
৬ষ্ঠ থেকে ১০ম	৫০০০/-	৫০০/-

আন্ত শ্রেণি প্রতিযোগিতাঃ

শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ এবং সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে বছরব্যাপী আন্ত: শ্রেণি প্রতিযোগিতা যেমন- বিতর্ক (ডিবেট), খেলাধুলা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সংগীত, নাটক, গণিত উৎসব, বিজ্ঞান মেলা, ডিসপ্লে, প্যারেড ইত্যাদি প্রতিযোগিতার আয়োজন চলমান থাকে। এ লক্ষে বিভিন্ন ক্লাব গঠন করা হয়। উল্লেখিত বিষয় সমূহে উপজেলা, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন পুরস্কার অর্জন করে থাকে।

নেতৃত্ব গুণ সৃষ্টি :

÷z‡W›Um †Kwe‡bU wbe©vPb

সরকার ঘোষিত তারিখ অনুযায়ী স্টুডেন্টস কেবিনেট গঠন করা হয় শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ তাদের উপর অর্পিত বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে থাকে। এছাড়াও প্রতি শাখায় দলনেতা নির্ধারিত থাকে যারা শ্রেণি শৃংখলা সহ শিক্ষকের পাঠদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সহ শিক্ষামূলক কার্যক্রমে দলনেতার দায়িত্ব দেয়া হয়। এসব কিছুর মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী একদিকে যেমন শৃংখলা পরায়ন হিসেবে গড়ে উঠে, অন্যদিকে ভবিষ্যতে দেশ ও জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নিজেকে তৈরি করতে শেখে।

চিকিৎসা ব্যবস্থা:

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য আছে চিকিৎসা ব্যবস্থা। শিক্ষার্থীদের কেউ অসুস্থ হলে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তাৎক্ষনিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ করা হয়। এছাড়াও প্রতি মাসে একবার বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরিন চিকিৎসক দ্বারা আবাসিক ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়।

ধর্ম চর্চা:

জীবনকে সু-শৃংখল ভাবে গড়ে তোলার জন্য ধর্ম অপরিহার্য। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিজ নিজ ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। আবাসিক মুসলমান ছাত্রদের ক্ষেত্রে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বাধ্যতামূলক। অন্য ধর্মাবলম্বীদের নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে হবে।

প্রাত্যহিক সমাবেশ:

শৃংখলা প্রতিষ্ঠা ও মনোঃসংযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শাখায় সমাবেশ নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক শাখায় সমাবেশ ৭ টা ৪০ মিনিটে এবং মাধ্যমিক শাখার সমাবেশ ১০ টা ৪০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রত্যহ প্রধান শিক্ষক, সহকারি প্রধান শিক্ষক ও সহকারি শিক্ষকবৃন্দ পর্যায়ক্রমে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে দুই মিনিট নৈতিক-শিক্ষামূলক বক্তব্য রাখেন।

প্রাক্তন ছাত্র ডা: অনিকের কিছু কথা:

প্রতিটা মানুষের পড়ালেখাসহ যাবতীয় নৈতিক শিক্ষার হাতে খড়ির জন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বলা হয়ে থাকে, একজন ব্যক্তির জীবনে মা বাবার পরেই শিক্ষকদের অবস্থান। কারণ তাঁদের দেয়া শিক্ষা দাঁড়ায় একজন মানুষের নৈতিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ, দায়বদ্ধতা প্রভৃতি গুণাবলি গড়ে উঠে। আলহামদুলিল্লাহ, আমি এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছি যা আমাকে এতদূর নিয়ে আসতে সাহায্য করেছে। এজন্য আমি ইব্রাহীম মেমোরিয়াল শিক্ষা নিকেতনের প্রত্যেক শিক্ষকের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। সেখানকার শিক্ষক থেকে শুরু করে স্টাফ পর্যন্ত প্রত্যেকেই আমাকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন। তাঁদের ব্যবহার, আন্তরিকতা, পরম মমতা ও কঠের অনুশাসন প্রতিটা মুহূর্তই ছিল আমার জীবনের

জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাই তাঁদের এবং বিদ্যালয়ের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা রইবে আজীবন।

মো: আসাদুজ্জামান অনিক
বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র
এমবিবিএস, এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ, দিনাজপুর।

সততা স্টোর স্থাপন:

অত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নৈতিকগুণাবলী চর্চা ও সৎ আদর্শ, ন্যায়পরায়ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবার লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশনের নির্দেশনায়, দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির প্রস্তাবনায় উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক অত্র বিদ্যালয়ে ২৬/০৮/২০১৭ খ্রিঃ ''সততা স্টোর'' স্থাপন করা হয়েছে। এ স্টোর থেকে অত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ যেমন- খাতা, কলম, পেন্সিল, স্কেল, ইরেজারসহ স্বাস্থ্যসম্মত বিস্কুট, চানাচুর, কেক সূলভ মূল্যে ক্রয় করতে পারে । এ দোকানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো- এখানে কোন বিক্রেতা বা দোকানদার থাকে না। পণ্যের গায়ে মূল্য লেখা থাকে, শিক্ষার্থীরা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে ক্রয় মূল্য ক্যাশ বাক্সে রেখে আসে।

অ্যালবাম

ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

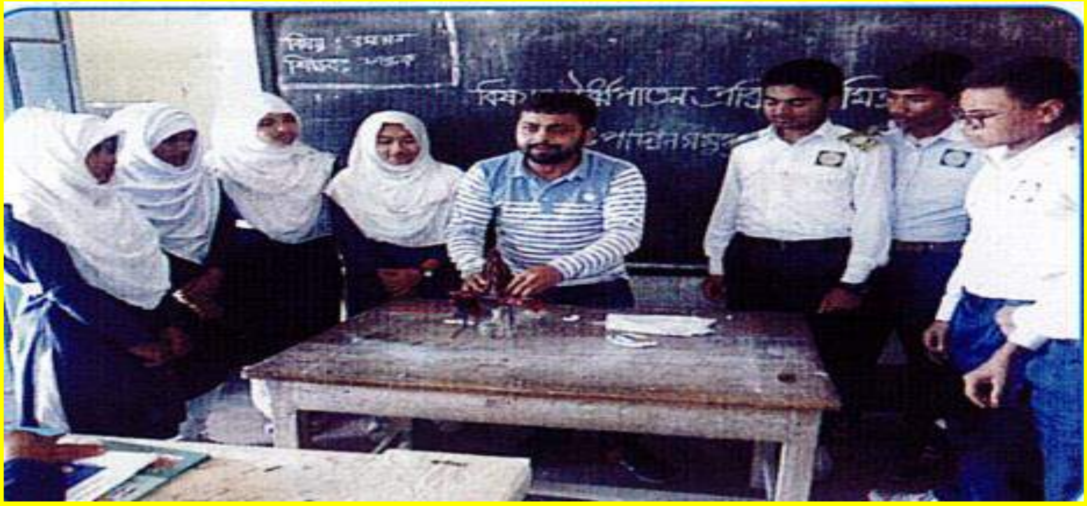

ব্যবহারিক ক্লাস

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচী

দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি কর্তৃক আয়োজিত সহ শিক্ষা কার্যক্রমে বিজয়ী শিক্ষার্থীকে পুরষ্কার প্রদান।

জাতীয় দিবসের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ।

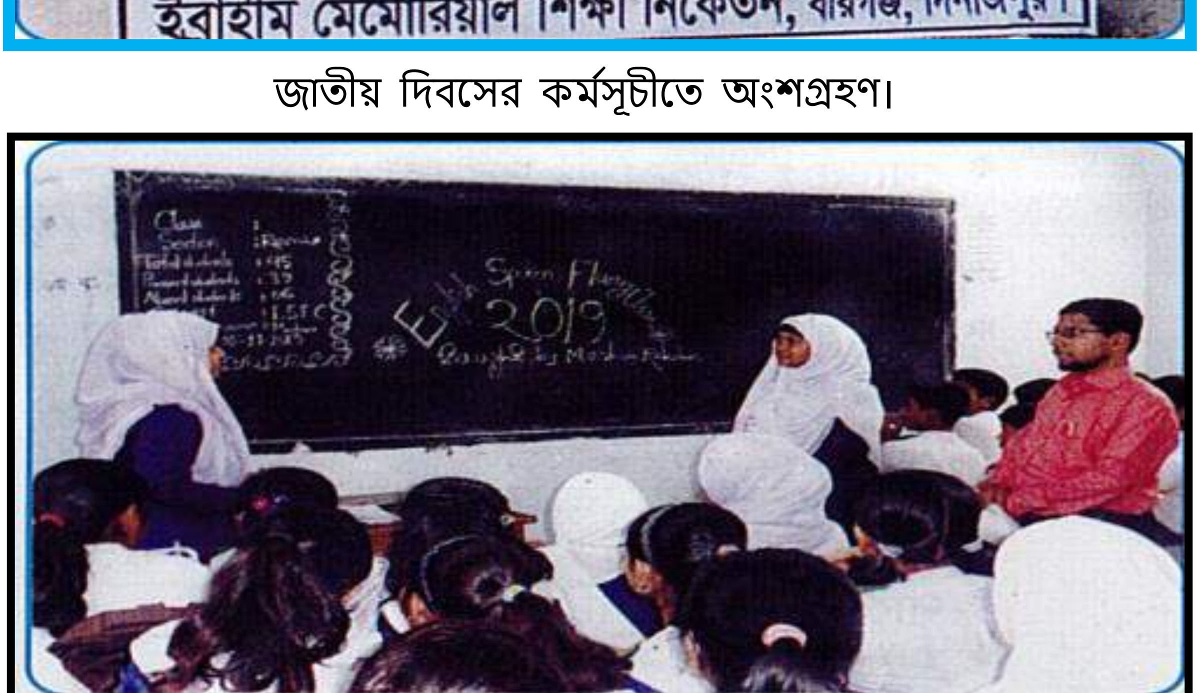

মশিউর স্যারের তত্ত্বাবধানে ইংরেজি কথোপকথন চর্চা

পোশাক - পরিচ্ছদ

শিক্ষার্থীদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে অত্যন্ত যত্নবান দৃষ্টি রাখা হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ের নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরিধান করে বিদ্যালয়ে আসা আবশ্যক। শিক্ষার্থীদের পোশাক-পরিচ্ছেদ অবশ্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে। নিয়মিত নখ কাটতে হবে। ছাত্রদের চুল অবশ্যই ছোট, শালিন হতে হবে।

বিদ্যালয়ের নির্ধারিত ইউনিফর্ম:

ছাত্রঃ

শীতকালীন ইউনিফর্ম

* সাদা ফুল শার্ট। শার্টের বুকে ঢাকনাসহ দুটি পকেট থাকবে, লং ও ফ্রি সাইজের হতে হবে এবং সোল্ডার থাকবে (সোল্ডার কমপক্ষে ৪.৫″ লম্বা, ১.৫″ চওড়া)।
* নেভী ব্লু ফুল প্যান্ট (পিছনে একটি পকেট ও ফ্রি সাইজ হতে হবে)।
* বেল্টঃ কালো রঙের। শার্ট ইন করতে হবে।
* জুতাঃ বাটা কোম্পানী মডেল নং-৮৮৯-১০৩২ (সাদা কাপড়ের)।
* মোজাঃ সাদা (লং সাইজ)।
* সোয়েটারঃ নেভী ব্লু, ভি গলা-ফুল সাইজ।

গ্রীষ্মকালীন ইউনিফর্ম

* সাদা হাফ শার্ট। শার্টের বুকে ঢাকনাসহ দুটি পকেট থাকবে। লং ও ফ্রি সাইজের হতে হবে এবং সোল্ডার থাকবে (সোল্ডার কমপক্ষে ৪.৫″ লম্বা, ১.৫″ চওড়া)।
* নেভী ব্লু ফুল প্যান্ট (৪র্থ থেকে ১০ম শ্রেণির জন্য)।
* নেভী ব্লু হাঠ প্যান্ট (প্লে থেকে ৩য় শ্রেণির জন্য)।
* বেল্টঃ কালো রঙের। শার্ট ইন করতে হবে।
* জুতাঃ বাটা কোম্পানী মডেল নং-৮৮৯-১০৩২ (সাদা কাপড়ের)।
* মোজাঃ সাদা (লং সাইজ)।

ছাত্রীঃ

৪র্থ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত

* নেভী ব্লু কামিজঃ হাফহাতা (কনুই পর্যন্ত), লং-হাটুর নিচে ২", ঘের বড় এবং সোল্ডার থাকতে হবে (সোল্ডার কমপক্ষে ৪.৫" লম্বা ১.৫" চওড়া)।
* সালোয়ারঃ সাদা (ফ্রি সাইজ)।
* ওড়নাঃ সাদা
* বেল্টঃ সাদা কাপড়ের।
* স্কার্ফঃ সাদা
* জুতাঃ বাটা কোম্পানী মডেল নং-৮৮৯-১০৩২ (সাদা কাপড়ের)
* মোজাঃ সাদা (লং সাইজ)।
* সোয়েটারঃ নেভী ব্লু ভি গলা ফুল সাইজ (শীতকালীন)।
* সাদা ফুল হাতা এপ্রোন (ষষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি)
* মাথায় সাদা ওড়না বা স্কার্ফ ব্যবহার করা যাবে (ঐচ্ছিক) তবে তা অবশ্যই সাধারণ হতে হবে। কোন কারুকার্য ডিজাইন করা যাবে না।

প্লে থেকে ৩য় শ্রেণি

* স্কার্টঃ নেভী ব্লু, ভিতরে সাদা হাফ শার্ট। লং ও ফ্রি সাইজের হতে হবে এবং সোল্ডার থাকবে। (সোল্ডার কমপক্ষে ৪.৫" লম্বা ১.৫" চওড়া)।
* সালোয়ারঃ সাদা (শীতকালীন)
* হাফ প্যান্টঃ সাদা (গ্রীষ্মকালীন)।
* জুতাঃ বাটা কোম্পানী মডেল নং-৩৫১-১০৪৭ অথবা ৩২১-১০৩৮
* মোজাঃ সাদা (সং সাইজ)।
* সোয়েটারঃ নেভী ব্লু ভি গলা ফুল সাইজ (শীতকালীন)।

বিগত ৫ বছরের ফলাফল

পি.ই.সি

সাল	অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী সংখ্যা	GPA 5 A+	বৃত্তি			পাশের হার
			ট্যালেন্ট	সাধারণ	মোট	
২০১৪	৭৪	৩৪	১৭	০৪	২১	৯৮.৬৫%

২০১৫	৭৮	৬১	২১	০৮	২৯	১০০%
২০১৬	৮৬	৪৬	০৮	০৬	১৪	১০০%
২০১৭	৪৯	২০	০৩	০৬	০৯	১০০%
২০১৮	৬০	৪৩	০৯	০৭	১৬	১০০%
২০১৯	৮৩	৬১	১৬	০৬	২২	১০০%

জে.এস.সি

সাল	অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী সংখ্যা	GPA 5 A+	বৃত্তি			পাশের হার
			ট্যালেন্ট	সাধারণ	মোট	
২০১৪	৬৭	১৩	-	০৩	০৩	৯৭.০১%
২০১৫	৮৬	৪০	০২	১২	১৪	৯৮.৮৩%
২০১৬	১০৯	৩৪	-	০৪	০৪	১০০%
২০১৭	১১০	৫০	০৪	১০	১৪	১০০%
২০১৮	১৪৭	১৫	০৩	১০	১৩	১০০%
২০১৯	১৯৪	১৭	অপেক্ষমান			১০০%

এস.এস.সি

সাল	অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী সংখ্যা	GPA 5 (A+)	GPA 4 (A)	GPA 3.5 (A-)	GPA 3 (B)	পাশের হার
২০১৪	৬৬	০৪	৪১	১২	০৭	১০০%
২০১৫	৬৬	১৪	৩৬	১২	০২	১০০%
২০১৬	৭০	১৮	৪০	০৯	-	৯৭.১০%
২০১৭	৬৭	০৭	৫২	০৬	০২	১০০%
২০১৮	৭৫	১৮	৫১	০৫	০১	১০০%
২০১৯	১১৬	১৭	৪৮	৩৮	১০	৯৮.২৬%
২০২০	১৩৫	অংশগ্রহণ করেছে				

অ্যালবাম

মাননীয় উপজেলা চেয়ারম্যান ও ইউএনও মহোদয় কর্তৃক বিদ্যালয়ের কৃতি শিক্ষার্থীকে পুরষ্কার প্রদান।

বাংলা নববর্ষ উদ্যাপনের অংশ হিসেবে বিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত র‍্যালি।

মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার কালিপদ রায় বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনাচ্ছেন।

৪র্থ থেকে ৫ম শ্রেণির ১-২০তম স্থান প্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে বৃত্তির অর্থ প্রদান

বার্ষিক মিলাদ মাহফিলে আলোচকবৃন্দ

মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে পাঠদান

শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারীবৃন্দ

আবাসিক ভবন (ছাত্র)

আবাসিক ভবন (ছাত্রী)